R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

শ্রীমুদ্রণীর নবপদক্ষেপ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
মহাবীরতলা
জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৪৬৪৭/এসটিডি ০৩৪৮৩
বিড়ি, চানাচুর, পাউরুটি, মশলা প্রভৃতির প্লাস্টিক প্যাকেট ও লেবেল গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৯ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

আর্থিক সঙ্কটে মহকুমার দু'টিসহ জেলার আটটি শিশু বিকাশ প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার আটটি শিশু বিকাশ প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা ও সমসেরগঞ্জ প্রকল্প দুটিও আছে। এছাড়া ডোমকল-১নং ব্লকের কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিয়ে সেখানকার একমাত্র স্থায়ী কর্মী ক্লার্ক-কাম-ক্যাশিয়ারকে বালুরঘাটে বদলি করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। ফরাক্কা ও সমসেরগঞ্জসহ জেলার অন্যান্য বন্ধ হয়ে যাওয়া কেন্দ্রগুলির কর্মীদেরও জেলার শূন্য পদে নতুবা রাজ্যের যে কোন জায়গায় বদলি করে দেওয়া হবে। মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের কেন্দ্রটির ঘাড়েও খাঁড়ার কোপ পড়তে পারে বলে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। মূলতঃ আর্থিক সংকটের জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার আর নতুন করে শিশু বিকাশ প্রকল্প চালু করতে টাকা দেবে না বলে রাজ্যকে জানিয়ে দিয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের ৬৭টি প্রকল্পের মধ্যে জেলার আটটি নয়া প্রকল্পও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে চালু অন্যান্য কেন্দ্রগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা জুগিয়ে যাবে। জেলার নতুন প্রকল্পগুলি খোলা (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভাগীরথী ব্রীজের উপর দিয়ে জলের পাইপ লাইনের ড্রইং আপাততঃ গ্যামনের হাতে নাই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পার থেকে গঙ্গার পরিশ্রুত পানীয় জল ভাগীরথী সেতু তৈরীর পর রঘুনাথগঞ্জ পারে পৌঁছে দেবার অঙ্গীকার করে জঙ্গিপুর পুরসভা বহুদিন পূর্বে। কারণ রাজ্য সরকার একই পুর এলাকায় দুটি জলের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে নিয়মানুযায়ী অর্থ লগ্নী করতে পারে না। তাই ঠিক হয় ভাগীরথীতে সেতু নির্মাণের পর জঙ্গিপুর থেকে সেতুর উপর দিয়ে পাইপ লাইন নিয়ে এসে রঘুনাথগঞ্জ পারে পানীয় জল সরবরাহ হবে। সেতু তৈরীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারী সংস্থা গ্যামন ইন্ডিয়া শহরের দু'পারে ও ভাগীরথীর মাঝখানে পিলার নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে গ্যামন ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানান, পূর্ত দপ্তর ধাপে ধাপে যেমনভাবে ড্রইং সাপ্লাই করছে সেই মতো তারা নির্মাণ কাজ করছে। নভেম্বর '৯৯ পর্যন্ত তাদের হাতে যা ড্রইং এসেছে তাতে ব্রীজের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সংযোগের ডিজাইন আছে। জঙ্গিপুর থেকে রঘুনাথগঞ্জ পারে পানীয় জল সরবরাহ করার মতো অন্ততঃ তিন ফুট ব্যাসের পাইপ লাইনের কোন ড্রইং তাদের ডেস্কে আপাততঃ আসেনি। তাই এই পরিস্থিতিতে গ্যামন ইন্ডিয়া বলতে অক্ষম যে সেতুর উপর দিয়ে জলের পাইপ লাইন আসবে কি না। এ ব্যাপারে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই বলেন, সেতুর উপর দিয়ে জলের পাইপ লাইন আসবেই। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত বা বিতর্কের প্রশ্নই নেই। ইতিমধ্যে মে '২000 সালে পুর নির্বাচন এসে যাওয়ায় পুরসভা গভীর নলকূপের জলকে পাইপ লাইনের সাহায্যে পাম্পের মাধ্যমে রঘুনাথগঞ্জ শহরে সরবরাহ করার তোড়জোড় শুরু করছে। আরও জানা যায়, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার পুরসভাকে ৬১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা মঞ্জুরও করেছে।

গৃহবধূ নির্যাতনের অভিযোগে স্বামী ও শ্বশুর গ্রেপ্তার, জামিন নামঞ্জুর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার সোনাটিকুরী গ্রামের ফণীভূষণ ঘোষের মেয়ে পলি ঘোষের উপর স্বামী ও শ্বশুরের নির্যাতনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুরের এস, ডি, জে, এমের নির্দেশে পুলিশ পলির শ্বশুর রঞ্জিৎ ঘোষ ও স্বামী রতন ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। উভয়ের জামিন বাতিল হয়। খবরে প্রকাশ, গত দু' বছর আগে ফরাক্কা থানার (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর পুরসভার অবৈধ বাড়ীঘরের অংশ চিহ্নিতকরণ শুরু হয়েছে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর পৌর এলাকায় তৈরী বাড়ীঘরের পুরসভার জায়গা অবৈধভাবে দখল করা অংশের চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। জঙ্গিপুর পারের ১২টি ওয়ার্ডের এই কাজ প্রায় শেষের পথে। রঘুনাথগঞ্জের ৮টি ওয়ার্ডের কাজ চলছে। যে সব বাড়ীর মালিক পুরসভার জায়গায় নিজেদের বাড়ীর কিয়দংশ বা বারান্দা বা রেলিং নির্মাণ করে অবৈধভাবে জমি দখল করে (৩য় পৃষ্ঠায়)

ঘুমন্ত তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি থানার চণ্ডীগ্রাম জোল মাঠে পারণ দেয়া কাটা ধান জোগান দেয়ার সময় কাবিলপুরের মিনারুল সেখ (২২) কামাল সেখ (২৪) সুকুদ্দিন সেখ (২৫) কে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে খুন করা হয়। সংবাদে প্রকাশ, প্রায় নয় দশ মাস আগে কাবিলপুর গ্রামে একদল সমাজ-বিরোধীকে শাসানো নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। ঘটনাটি সাগরদীঘি থানা পর্যন্ত গড়ায়। পরে গ্রামে শান্তি কমিটি করে একটা তাৎক্ষণিক মীমাংসা হলেও (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার ঘুরে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ বোধোদয় ॥

এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল যে, এই রাজ্যে পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই ক্রিয়াশীল নয়, যদিচ তাহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ছিল। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে আই এস আই পাক জঙ্গীদের ছড়াইয়া দিয়াছে এবং নানাস্থানে জঙ্গী প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ প্রভৃতি জায়গায় আই এস আই ঘাঁটি ও ট্রেনিং সেন্টার তৈয়ারী করিয়াছে। এই সুবাদে এই রাজ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশীবেশে কত যে পাক-জঙ্গী অনুপ্রবেশ করিয়া স্বসম্প্রদায়ভুক্ত জনসমুদ্রে স্বচ্ছন্দে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ আজকাল যেন আগ্নেয়গিরি মুখে রহিয়াছে।

এই রাজ্যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ এবং পাক জঙ্গীদের আই এস আই-এর মদতে ভারত বিরোধী কাজকর্ম নির্বাধে চলিয়া আসিয়াছে। অবশ্য এতদিনে রাজ্য সরকার স্বীকার করিয়াছেন যে, এখানে পাকসন্ত্রাস চলিতেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই এবং জঙ্গীরা প্রচণ্ডভাবে তৎপর হইয়াছে। খবরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি বিষয়টি নাকি জানাইয়াছেন এবং বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজকর্ম দমনের জন্য সাহায্যও চাহিয়াছেন। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিবেন—এইরূপ জানা গিয়াছে।

অবশ্য এই দেশে পাকিস্তানের কার্যকলাপ যাহা নাশকতামূলক, তাহার সম্পর্কে গোয়েন্দা দপ্তর যতটুকুও বা জানায়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি লওয়া হইত, তবে হঠাৎ হঠাৎ বিস্ফোরণ, আক্রমণ ইত্যাদি হইত না। আমাদের দেশের গোয়েন্দা বিভাগের যে সুনাম পূর্বে ছিল, এখন তাহা নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন। যতটুকু কর্মতৎপরতা থাকে, তদনুসারে ব্যবস্থা লওয়াও নাকি হয় না।

এখন রাজ্য সরকারের সম্বিৎ ফিরিয়াছে। পাকিস্তানের পক্ষ হইতে ধ্বংসমূলক ও সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালান হইতেছে, তাহা স্বীকার হইয়াছে। কিন্তু অনুপ্রবেশ ও জঙ্গীকার্যকলাপ কতদূর বন্ধ হইবে, তাহার নিশ্চয়তা পাওয়া যাইতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গ, অরুণাচল, মিজোরাম, অসম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া একটি পৃথক রাষ্ট্র গড়িবার চক্রান্তের পদক্ষেপ হিসাবে বিভিন্ন ধ্বংসমূলক কাজ চালান হইতেছে। ইহার সহিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির যোগসাজস থাকা বিচিত্র নয়। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মৌলবাদী সংগঠনগুলির মনোভাব সম্যক জানিয়া-বুঝিয়া প্রতিবাদ করিলে 'সেকুলারিজম্' এর পরিপন্থী ব্যাপার হয়। অথচ একপক্ষের প্রকাশ স্বচ্ছন্দভাবে চলিতেছে, তাহাকে ধিক্কার জানান হয় না। পাক সন্ত্রাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া সুখের বিষয় হইয়াছে। এই বোধোদয়ের ফলাফল কী, তাহাই দেখার।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

গিয়াসুদ্দিনের বহিষ্কার প্রসঙ্গে

আমার সম্পর্কে কতকগুলি সংবাদ ছেপেছেন আপনার কাগজে ১০ই নভেম্বর '৯৯ তারিখে। ২/১টি ভিত্তিহীন ও অসত্য সংবাদ আছে তার মধ্যে। আমাদের পার্টির জোনাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচন হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে। আমার ঐ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সংবাদ যারা দিয়েছে তারা আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায়। আমার বিরুদ্ধে গ্রামগঞ্জের মানুষের অভিযোগ ও ক্ষোভের কথা সম্পূর্ণ বানানো। আমি যে মোটেই দাম্ভিক নই, যাঁরা আমার সংস্পর্শে একবার এসেছেন তাঁরা তা ভাল করেই জানেন। আমাকে রূঢ়ভাষী বলা হয়েছে, আসলে আমি স্পষ্টভাষী। আমি কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিই না। যে কাজ করতে পারব সেটা করব বলি, যা পারবনা স্পষ্ট করে বলি। আমার এইসব কথা হয়ত কারও কারও কাছে রূঢ় ঠেকতে পারে।

—মহঃ গিয়াসুদ্দিন

প্রতিবেদকের বক্তব্য : সংবাদের সিংহভাগ যেটা আপনার বহিষ্কার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, সেদিকে আলোকপাত না করে এলাকার মানুষদের অন্ধকারেই রেখে দিলেন। আর আপনার সম্বন্ধে যা যা অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে সবই এলাকার মানুষের তোলা। সে অভিযোগের সত্যাসত্য বিচারের ভার নিশ্চয়ই আপনার দলের জেলার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের।

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার
অজিত বারিক
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা
ফোন নং-৬৭৫৫৫

কোন এক কুম্ভকর্ণের দেশ

(কাল্পনিক দেশের কাহিনী)

—আনন্দগোপাল বিশ্বাস

নেতারা মন্ত্রীরা বিদেশে যান। ওঁদের কাছে বিদেশ নয়—সবই স্বদেশ। বিদেশের ব্যাঙ্কে লেনদেনের হিসাব থাকে, প্রয়োজনমত বাড়ীঘর বিষয় সম্পত্তি রাখার কথাও ভাবেন। মন্ত্রীদের অনেক গল্প চালু আছে। একটা গল্প এই রকম—একবার এক মন্ত্রী সুইডেনে যান, সাথে একজন জবরদস্ত আমলা—এছাড়া উপদেষ্টা দল। মন্ত্রী প্লেন থেকে নামছেন—ঠিক পেছনে বেশ বড়সর ব্যাগ নিয়ে আমলা—আর সকলে পেছনে। মন্ত্রী মানেই একজন বেঢপ চেহারার মানুষ, যার শরীরের মধ্যপ্রদেশ বেজায় স্ফীত, মাথায় একটা টুপি বিশেষ ধরনের। তা সেখানকার চিত্র সাংবাদিকগণ ক্যামেরা নিয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের ছবি তুলবার চেষ্টা করছেন। মন্ত্রী নেমে আসছেন সিঁড়ি বেয়ে। চিত্রসাংবাদিকগণ সমস্বরে চিৎকার করছেন—ওয়েট প্লিজ স্যার! ওয়েট প্লিজ!

মন্ত্রী নামতে নামতে পেছনের আমলাকে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন—'আরে বেয়াকুফ! বাতায়ে না দো কুইন্টাল পঁচাশ কেজি' মন্ত্রী সামলাতে আমলা হিমশিম, কোন মতে বুঝিয়ে আধমিনিটের জন্য দাঁড় করালেন। চিত্রসাংবাদিকগণ ফটো তুললেন, ভাগ্যিস তাঁরা কুম্ভকর্ণের দেশের ভাষা জানেন না!

তা এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসতেই বাচ্চা ছেলেমেয়েরা 'অটোগ্রাফের' খাতা মেলে ধরল মন্ত্রীর সামনে—'স্যার অটোগ্রাফ প্লিজ'!

মন্ত্রী আমলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আভি ষ্ট্যাম্প প্যাড নিকালো'। আমলা ষ্ট্যাম্প প্যাড বের করে দিলেন। বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলে কালি মাখিয়ে বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'অটোগ্রাফ ক্যা করেগা বাচ্চো—ফটোগ্রাফ লাও!' তা মন্ত্রী মহাশয় ফটোগ্রাফ দিয়ে দিলেন, আমলা ঐ ফটোগ্রাফের নীচে টীপসহি 'অমুক' কথাটা লিখে দিলেন সবাইকে।

সেই মন্ত্রী বিদেশ সফর শেষে এসে এবার বড় মন্ত্রীকে ধরে বসলেন ঐ আমলাকে সরাতে হবে—সে নাকি কাজের নয়। যেমন এবার বিদেশ সফরকালে সাংবাদিকরা যখন তাঁর ওয়েট জানতে চাইছেন—'সিক্রেটারী তখোন চুপ করে আছে,' আবার বাচ্চাদের আঙ্গুলের ছাপ দেবার সময় ষ্ট্যাম্প প্যাড বের করতে বড্ড দেরী করেছিল। অবশ্য বড় মন্ত্রী তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করেন সেবার। এমনিভাবেই সেদেশের কাজকর্ম চালাতে হয়।

(৩য় পৃষ্ঠায়)

কোন এক কুম্ভকর্ণের দেশ (২য় পৃষ্ঠার পর)

দেহ থাকলেই ব্যাধি হয়। মন্ত্রীদেরও হয়। হ'লে সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে চলে যান। এদেশে বেঁচে থাকতে হ'লে বিদেশে ব্যাধির চিকিৎসা করাতে হয়। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। এদেশের অচিকিৎসা কুচিকিৎসা ওগুলো জনগণের জন্যই থাক! ভেজাল ওষুধের কারখানাগুলো চলছে চলবে এবং জনগণ মরছে মরবে! দেশতো চলে জনগণের টাকায়, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ করে। নেতা মন্ত্রীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে জনগণকে বলিপ্রদত্ত হতেই হয়। ছাগলেও বলিদানের সময় অন্তিমমুহূর্তে চিৎকার করে, কিন্তু এদেশের জনগণ করে না। জনগণ ঘুমিয়ে থাকে—কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গে না, ভাঙ্গাতে হয় না! ক্রমশঃ

টেণ্ডার নোটিশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জঙ্গীপুর সাব জেলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট আগামী ০১-০১-২০০০ হইতে ৩০-০৬-২০০০ পর্য্যন্ত তাহার টেণ্ডার ফর্মে উল্লিখিত বিষয়গুলির জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিবার জন্য এবং দরপত্র জমা দিবার জন্য আগ্রহী সরবরাহকারীদের জঙ্গীপুর সাব জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সহিত আগামী ২/১২/৯৯ এর মধ্যে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

Memo No. 422/1 (2) / Inf./Msd. Date 24/11/99

যেখানে গ্যারেন্টি নেই
সেখানে আপনার কষ্টার্জিত টাকার
কোনই নিরাপত্তা নেই

অযথা লোভের ফাঁদে পা দেবেন না
অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিন

ডাকঘরে টাকা রাখুন

ডাকঘর স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পে রয়েছে

- আপনার টাকার ষোল আনা নিরাপত্তা
- সুদ এখনও যথেষ্ট বেশি
- আয়কর ছাড়ের সুবিধা
- মেয়াদ শেষে সম্পূর্ণ টাকা ফেরৎ পাওয়ার গ্যারেন্টি
- প্রয়োজনে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে টাকা তুলে নেবার সুবিধা
- নমিনেশনের সুবিধা
- এছাড়াও আরও অনেক সুবিধা

ডাকঘরে কোন প্রকল্পেই উৎসমূলে আয়কর কাটা হয় না

সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্পসঞ্চয়ের কোন বিকল্প নেই

বিশদ জানতে হলে নিচের ঠিকানায় পোষ্টকার্ডে লিখুন :
অধিকর্তা, স্বল্পসঞ্চয়, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা - ১

স্বল্পসঞ্চয় অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চিহ্নিতকরণ শুরু হয়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোগ করছেন, তাদের নিজ জায়গা থেকে বর্ধিত অংশে চিহ্ন দিয়ে পুরসভা সার্ভে করে দাগ মারছে। এ ব্যাপারে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান, যে সব বাড়ির মালিক ঐরূপ অবৈধ দখলের আওতায় পড়বেন তাদেরকে খুব শীঘ্র নোটিশ পাঠানো হবে অবৈধ অংশ নিজে থেকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য। নতুবা পুরসভা পরবর্তীতে একটা সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে যেসব মালিক নোটিশকে গ্রাহ্য করবেন না তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। এ প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, শহরে বহু বাড়ীর মালিক পুরসভার জায়গায় নির্মিত হাইড্রেনের উপর বাড়ীর পাকা নির্মাণ কাজ করে বসবাস বা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। পুরসভা সেইসব মালিকদের বিরুদ্ধে শীঘ্র আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা করছে।

জামিন নামঞ্জুর (১ম পৃষ্ঠার পর)

মহাদেবনগর গ্রামের রঞ্জিত ঘোষের ছেলে রতনের সঙ্গে পলির বিয়ে হয়। পলির অভিযোগ অষ্টমঙ্গলার পর থেকেই পণের টাকা নিয়ে তার উপর স্বামী ও শ্বশুর পালাক্রমে নির্যাতন শুরু করে, পুনরায় তার বাবার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা দাবী করে। পলির শ্বশুর রঞ্জিত ঘোষ ফরাক্কা এন, টি, পি, সিতে কর্মরত। দিনের পর দিন গৃহবধূর উপর অত্যাচার চালিয়েও কোন টাকা আদায় করতে না পেরে পলিকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় স্বামী ও শ্বশুর। পলি বাবার বাড়ী ফিরে এসে জঙ্গিপুরের এস, ডি, জে, এম আদালতে শ্বশুর ও স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এস, ডি, জে, এমের নির্দেশে ফরাক্কা থানা তদন্ত সাপেক্ষে পলির শ্বশুর রঞ্জিত ঘোষকে গ্রেপ্তার করে গত ২৯ অক্টোবর কোর্টে চালান দেয়। এস, ডি, জে, এম রঞ্জিতের অস্থায়ী জামিন মঞ্জুর করেন ও ফরাক্কা থানার ওসিকে ঘটনার কেস ডাইরী তলব করেন। ১২ নভেম্বর পুনরায় দিন পড়ে। ঐ দিন কেস ডাইরী দেখে এস, ডি, জে, এম রঞ্জিত ঘোষের অস্থায়ী জামিন বাতিল করলে পুলিশ তাকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। এই কেসের পরবর্তী দিন পড়ে ২৬ নভেম্বর। অন্যদিকে পলির স্বামী রতনকেও ফরাক্কা পুলিশ গত ১৬ নভেম্বর গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়। তার জামিনও নামঞ্জুর হয়। অভিযোগকারিণীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এ্যাডভোকেট জগন্নাথ সরকার।

জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন প্রধান বি জে পিরই

জঙ্গিপুর : ২৪ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির নতুন প্রধান নির্বাচিত হলেন পরেশ হালদার। গত ১ নভেম্বর ঐ পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বিজেপির কৃষ্ণা দাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রধান নির্বাচনের দিন রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রকান্ত হাজরা, সম্পাদক রাজকুমার জৈন, সহ-সভাপতি জগৎজ্যোতি সিংহ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন বিশেষ পুলিশী ব্যবস্থায় কংগ্রেসের ৫ ও বিজেপির ৩ সদস্যের সমর্থনে বিজেপি দলেরই প্রধান পরেশ হালদার নির্বাচিত হ'ন। আস্থা ভোটে বিজেপির প্রাক্তন প্রধান ও উপপ্রধান অনুপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া সিপিএমের ৩ জন ও আরএসপির ১ জন সদস্য উপস্থিত থাকলেও তাঁরা ভোটদানে বিরত ছিলেন বলে জানা যায়।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৬ নভেম্বর সাগরদীঘি ব্লকের হড়হড়ি গ্রামে অগ্রণী সেবা সংঘের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এক কিমি দৌড়, সাঁতার, চোখ বেঁধে হাড়িভাঙ্গা খেলা প্রভৃতির মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হয়। এছাড়া ছোটদের বসে আঁকো, আবৃত্তি, গান প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশীষ ব্যানার্জী, স্থানীয় থানার ওসি তারক চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ২৫ জন দরিদ্রকে শীত বস্ত্র দান করা হয়।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ গোপন সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি
(আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ২০%
(১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত)

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাধিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

শিশু বিকাশ প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে ইতিমধ্যে কর্মী নিয়োগের পরীক্ষাও শুরু হয়েছিল এবং সি ডি পিওদেরও পৃথক পৃথক ব্লকের চার্জে পাঠান হচ্ছিল। তবে ফরাক্কা কেন্দ্রটি বর্তমানে ডি পি ও প্রত্যর্পণ সিংহ রায়েরই নিয়ন্ত্রাধীনে ছিল। নিয়মানুযায়ী ২ বছরের মধ্যে অনুমোদিত প্রকল্পগুলিতে কর্মী নিয়োগ থেকে শুরু করে সি ডি পিও নিয়োগের কাজ, অঙ্গনওয়াড়ী ও সহায়িকাদের কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় পোষ্টিং দিয়ে প্রকল্পকে পুরোপুরি চালু করা জেলা অধিকর্তার দায়িত্ব। কিন্তু মহকুমার ফরাক্কা ও সমসেরগঞ্জ কেন্দ্র দুটি গত ১৯৯৬-এ সরকারী অনুমোদন পেলেও এখনও পর্যন্ত প্রকল্পগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চালু হতে পারেনি। এছাড়া চালু প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় অর্থের সঠিক ব্যবহারও হয়নি। শিশু বিকাশ প্রকল্পের কর্মীরা রাজ্য সরকারী কর্মচারী হলেও প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকাদের ভাতার টাকা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এছাড়া ইউনিসেফ থেকেও কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে রাজ্যে এই প্রকল্পে টাকা আসে। গ্রামাঞ্চলের গরিব পরিবারের শিশুদের প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা দান, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেই খোলা হয় এই সব কেন্দ্র এবং প্রকল্পগুলি চালু করে কেন্দ্র সরকার। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ২৯৪টি এরূপ প্রকল্প চালু আছে। সি ডি পিও ও সুপারভাইজাররা রাজ্য সরকার থেকে বেতন পান। তবে কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে দিলেও জেলার ৮টিসহ রাজ্যের ৬৭টি কেন্দ্র চালানো যায় কিনা সে বিষয়ে রাজ্য সরকার চিন্তা-ভাবনা করছেন বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়।

ঘুমন্ত তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা (১ম পৃষ্ঠার পর)

হিংসা থেকেই যায় এবং দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন সময়ে এ নিয়ে বিতর্ক বাধানোর চেষ্টা করে। এরই পরিণামে গত ১৮ নভেম্বর গভীর রাতে ফাঁকা নির্জন মাঠে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনটি তাজা প্রাণ চলে গেল দুনিয়া থেকে। পুলিশে তদন্ত শুরু হয়েছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত। গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প ও টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা হত্যাকারীরা রাজারামপুর ঘাট পার হয়ে লালগোলা থানা এলাকায় আত্মগোপন করেছে।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাধিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।